ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1747-1754
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.397

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান: শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার ও মানব সেবামূলক কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

ড. সোমনাথ মিশ্র, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, শিক্ষা বিভাগ, দাশরথি হাজরা মেমোরিয়াল কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ishwar Chandra Vidyasagar, one of the foremost figures of the nineteenth-century Bengal Renaissance, made remarkable contributions in the fields of education, language reform, social reform, and humanitarian service. His activities were not confined to Kolkata or greater Bengal alone; rather, he developed a deep and meaningful association with the district of Bardhaman during his lifetime.

The present study aims to analyze Vidyasagar's historical connection with Bardhaman district, his role in the spread of education, the promotion of women's education, the widow remarriage movement, and his broader humanitarian initiatives. The research is primarily based on historical and descriptive methodologies, drawing upon biographies, historical documents, research articles, and contemporary sources.

The findings reveal that Vidyasagar played a crucial role in expanding education in Bardhaman by establishing several schools, including girls' schools, thereby significantly contributing to the advancement of female education. During his stay in Bardhaman town, he also composed Barnaparichay, a foundational text in the history of Bengali language education, which continues to serve as a primary learning tool at the elementary level.

In the domain of social reform, his efforts to promote widow remarriage and to prevent polygamy played a vital role in bringing about social change in the Bardhaman region. Furthermore, his humanitarian work during times of famine and malaria epidemics—providing medical aid and assistance to the poor—stands as a shining example of his commitment to social welfare.

This study demonstrates that the relationship between Vidyasagar and Bardhaman carries deep historical and cultural significance, encompassing education, social reform, literary contribution, and humanitarian service.

Keyword: Ishwar Chandra Vidyasagar, Bardhaman District, Bengal Renaissance, Women's Education and Social Reform, Humanitarian Service

ভূমিকা: ঊনবিংশ শতকের বাংলা সমাজে যে নবজাগরণ আন্দোলনের সূচনা হয়, তা মূলত শিক্ষা বিস্তার, সমাজসংস্কার এবং আধুনিক চিন্তাধারার বিকাশের মাধ্যমে সমাজজীবনে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

এই নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পুরোধা ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯১)। তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক, ভাষাবিদ এবং মানবতাবাদী চিন্তক হিসেবে বাঙালি সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। বাংলা গদ্যভাষার বিকাশ, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, নারীশিক্ষার প্রসার, বিধবা বিবাহ আন্দোলন এবং মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি উনিশ শতকের সমাজ পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন (রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৭৬; বদরুদ্দীন উমর, ১৯৮২)।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সাধারণত কলকাতা ও বৃহত্তর বঙ্গদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়। কিন্তু তাঁর কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জুড়ে রয়েছে তৎকালীন বর্ধমান জেলার সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক। দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বর্ধমান জেলায় শিক্ষা বিস্তার, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষত নারীশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলে একাধিক মডেল বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যা তৎকালীন সমাজে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে তিনি বর্ধমান শহরে অবস্থানকালে বাংলা ভাষা শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠ্যগ্রন্থ 'বর্ণপরিচয়' রচনা করেন, যা দীর্ঘকাল ধরে বাংলা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের অন্যতম ভিত্তিপাঠ হিসেবে স্বীকৃত (গোপাল হালদার, সম্পা., ১৯৭৪)।

বর্ধমান অঞ্চলে বিদ্যাসাগরের কার্যক্রম কেবল শিক্ষা বিস্তারেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ রোধ এবং নারীশিক্ষা প্রসারের মতো সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে বর্ধমান অঞ্চলের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া মহামারির সময় দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সেবায় তাঁর মানবিক উদ্যোগ তাঁকে একজন প্রকৃত সমাজসেবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই ঘটনাগুলি বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদী আদর্শ এবং সমাজকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান জেলার মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা এবং শিক্ষা বিস্তার, সমাজসংস্কার, সাহিত্যচর্চা ও মানবসেবার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করা। একই সঙ্গে এই প্রবন্ধের মাধ্যমে বর্ধমান অঞ্চলের সামাজিক ও শিক্ষাগত ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের প্রভাবকে একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের বহুমাত্রিক কর্মধারাকে আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বাংলা নবজাগরণের ইতিহাসকে আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন গবেষক ও সাহিত্যিক আলোচনা করেছেন। বাংলা নবজাগরণ, সমাজসংস্কার আন্দোলন, শিক্ষা বিস্তার এবং বাংলা ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বহু গবেষণায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মধারার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণাগুলি বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়তা করে এবং তাঁর কর্মকাণ্ডের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ধারণা প্রদান করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবন্ধ "বিদ্যাসাগর চরিত"-এ বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব, মানবিকতা এবং সমাজসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের গভীর মূল্যায়ন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, বিদ্যাসাগর ছিলেন একদিকে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রতীক, অন্যদিকে গভীর মানবিক সহানুভূতির অধিকারী একজন মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের প্রথম প্রকৃত শিল্পী হিসেবে অভিহিত করেন এবং তাঁর ভাষা সংস্কারের ভূমিকার গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরেন (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৫৫)। রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যায়ন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের স্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর গবেষণায় বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা এবং সমাজসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা আধুনিক

শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষত নারীশিক্ষা প্রসার এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ তৎকালীন সমাজে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে (রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)। মজুমদারের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে বিদ্যাসাগরের কার্যক্রম কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সমাজবিজ্ঞানী বদরুদ্দীন উমর তাঁর গবেষণায় উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন ছিল মূলত মানবতাবাদী আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ রোধ এবং নারীশিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে তিনি সমাজে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন (বদরুদ্দীন উমর, ১৯৮২)। উমরের বিশ্লেষণে বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডকে উনিশ শতকের সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গোপাল হালদার সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার' গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন রচনা এবং তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তাঁর শিক্ষা ও সমাজসংস্কার সম্পর্কিত ভাবনা, ভাষা সংস্কারের প্রচেষ্টা এবং সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংকলিত হয়েছে। গোপাল হালদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই গ্রন্থ বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা ও কর্মধারা বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয় (গোপাল হালদার, সম্পা., ১৯৭৪)।

এছাড়া ইন্দ্রমিত্র, রাধারমণ মিত্র এবং অন্যান্য গবেষকরাও বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাঁদের গবেষণায় বিদ্যাসাগরের মানবিক চরিত্র, দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ গবেষণাই বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক জীবন ও কর্মের উপর কেন্দ্রীভূত; বর্ধমান জেলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে তুলনামূলকভাবে কম আলোচনা হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বর্ধমান জেলার সম্পর্ককে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। পূর্ববর্তী গবেষণাগুলির আলোচনার ভিত্তিতে এই প্রবন্ধে শিক্ষা বিস্তার, নারীশিক্ষা, সমাজসংস্কার এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বর্ধমান অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা করেছি। এর মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডের একটি আঞ্চলিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য : বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান জেলার মধ্যকার ঐতিহাসিক ও সামাজিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হল —

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বর্ধমান জেলার ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা।
- বর্ধমান জেলায় শিক্ষা বিস্তার এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের ভূমিকা আলোচনা করা।
- বর্ধমান অঞ্চলে নারীশিক্ষার প্রসার এবং বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের অবদান মূল্যায়ন করা।
- বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ রোধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে বর্ধমান অঞ্চলে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা।
- বর্ধমান শহরে অবস্থানকালে তাঁর সাহিত্যকর্ম, বিশেষত 'বর্ণপরিচয়' এবং অন্যান্য রচনার সঙ্গে বর্ধমানের সম্পর্ক আলোচনা করা।
- দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া মহামারির সময় বর্ধমান অঞ্চলে বিদ্যাসাগরের মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক ভূমিকার গুরুত্ব মূল্যায়ন করা।

- বর্ধমানের সামাজিক ও শিক্ষাগত ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের প্রভাব এবং তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিরূপণ করা।

গবেষণা পদ্ধতি: বর্তমান গবেষণাটি মূলত ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বর্ধমান জেলার ঐতিহাসিক সম্পর্ক, শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা, সমাজসংস্কারমূলক কার্যক্রম এবং মানবসেবামূলক উদ্যোগের তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রধানত দ্বিতীয়িক তথ্যসূত্র ব্যবহার করা হয়েছে, যার মধ্যে বিদ্যাসাগরের জীবনীগ্রন্থ, তাঁর রচনাবলী ও সংকলন, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ এবং সমকালীন পত্রপত্রিকা ও ঐতিহাসিক নথি উল্লেখযোগ্য। সংগৃহীত তথ্যসমূহকে বিষয়ভিত্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিস্তার, সমাজসংস্কার, সাহিত্যচর্চা এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বর্ধমান জেলার সম্পর্কের ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করা হয়েছে।

মূল আলোচনা ও বিশ্লেষণ

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বর্ধমান জেলার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষা বিস্তার, সমাজসংস্কার, সাহিত্য রচনা এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি এই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নিম্নে বর্ধমানের প্রেক্ষাপটে তাঁর বিভিন্ন কার্যক্রম বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

বর্ধমানে শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা:

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় আধুনিক শিক্ষার প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাবিস্তার কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৮৫৫ সালের ২৬ আগস্ট বর্ধমান জেলার আমাদপুরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি এই অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে একই বছরে জৌগ্রাম, খণ্ডঘোষ এবং দাঁইহাটে আরও কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করে। বিদ্যাসাগরের এই উদ্যোগের ফলে বর্ধমান অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন গ্রাম ও জনপদে ভ্রমণ করতেন এবং স্থানীয় মানুষকে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করতেন। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও গরুর গাড়িতে অথবা পালকিতে চেপে তিনি দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলেও বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য যেতেন। এই ধরনের উদ্যোগ তাঁর শিক্ষা বিস্তারের প্রতি আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে।

নারীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ:

ঊনবিংশ শতকের সমাজে নারীশিক্ষা ছিল অত্যন্ত সীমিত। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার প্রসারকে সমাজ উন্নয়নের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতেন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি বর্ধমান জেলায় একাধিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৫৭ সালের ১ ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার রানাপাড়ায় তিনি প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরবর্তী সময়ে জামুই, শ্রীকৃষ্ণপুর, রাজারামপুর, জোৎ-শ্রীরামপুর, দাঁইহাট, কাশীপুর, সানুই, রসুলপুর, বন্তীর এবং বেলগাছি প্রভৃতি অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে বর্ধমান অঞ্চলে

নারীশিক্ষার প্রসার ঘটে এবং সমাজে শিক্ষার নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়।

প্রথমদিকে এই বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর নিজেই বহন করতেন। যদিও বর্ধমানের মহারাজ মহতাবচাঁদ কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন, পরে বিভিন্ন কারণে কিছু বিদ্যালয় আর্থিক সংকটে পড়ে। তবুও বিদ্যাসাগরের এই উদ্যোগ নারীশিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

বর্ণপরিচয় রচনা ও বর্ধমানের ভূমিকা:

বাংলা ভাষা শিক্ষার ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থ একটি যুগান্তকারী সৃষ্টি। এই গ্রন্থ বাংলা ভাষার শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সহজ ও যুক্তিনির্ভর পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বিদ্যাসাগর বর্ধমান শহরে অবস্থানকালে এই গ্রন্থের রচনা করেন।

দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে কাজ করার সময় তিনি বর্ধমান শহরের পার্কাস রোড ও প্যারীচাঁদ মিত্র লেনের সংযোগস্থলে বসবাস করতেন। তিনি লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে থাকতেন এবং সেখান থেকেই বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করতেন। কাজের অবসরে তিনি 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম ভাগ এবং জুন মাসে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে বর্ধমান অঞ্চলের বিভিন্ন বাস্তব ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। যেমন রসুলপুরের উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেমারির পাঠশালার তারক, ঈশান ও কৈলাশ অথবা খণ্ডঘোষের গোপাল ও রাখালের নাম এই গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। এই ঘটনাগুলি থেকে বোঝা যায় যে বিদ্যাসাগরের সাহিত্য রচনায় বর্ধমান অঞ্চলের বাস্তব অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও সমাজসংস্কার:

ঊনবিংশ শতকের হিন্দু সমাজে বিধবাদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিষহ ছিল। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলনের আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন প্রণীত হয়।

বর্ধমান জেলাতেও এই আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা যায়। বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে পলাশডাঙার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অল্পবয়সী বিধবা কন্যা কালীমতির বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই ঘটনাটি বর্ধমান অঞ্চলে সমাজসংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই আন্দোলনে বর্ধমানের মহারাজ মহতাবচাঁদ বিদ্যাসাগরের অন্যতম সহযোগী ছিলেন। তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং সমাজসংস্কারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বিদ্যাসাগরকে সহায়তা করেছিলেন।

দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া মহামারিতে বিদ্যাসাগরের মানবসেবা:

১৮৬৬ সালে বর্ধমান অঞ্চলে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তার কয়েক বছর পর ১৮৬৯ সালে ম্যালেরিয়া মহামারি আকার ধারণ করে। এই সময় বিদ্যাসাগর অসুস্থ ও দরিদ্র মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

তিনি বর্ধমান শহরে একটি ডিস্পেনসারি স্থাপন করেন এবং ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্রকে চিকিৎসার দায়িত্ব দেন। এই চিকিৎসাকেন্দ্রে দরিদ্র মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হতো। বিদ্যাসাগর নিজে বিভিন্ন গ্রাম ও বস্তিতে গিয়ে রোগীদের সেবা করতেন এবং ওষুধ, খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করতেন।

জাতি বা ধর্মের ভেদাভেদ না করে সকল মানুষের প্রতি তাঁর এই মানবিক আচরণ তাঁকে একজন প্রকৃত মানবদরদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা ও সহায়তার জন্য তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করেছিলেন, যা তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

বর্ধমান রাজপরিবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক:

বর্ধমানের মহারাজ মহতাবচাঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মহতাবচাঁদ শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের বিভিন্ন উদ্যোগে বিদ্যাসাগরকে সহায়তা করেছিলেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলনেও তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ভ্রান্তিবিলাস' মহারাজ মহতাবচাঁদকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই ঘটনা বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান রাজপরিবারের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

এছাড়াও তৎকালীন বর্ধমানের সাহিত্যিক ও কবিদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্যারীমোহন কবিরত্ন, দাশরথি রায় প্রমুখ কবি তাঁর উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করেছিলেন। এই সাহিত্যিক সম্পর্ক বর্ধমান অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনে বিদ্যাসাগরের প্রভাবকে নির্দেশ করে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল ও আলোচনা:

বর্তমান গবেষণার আলোচনার ভিত্তিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান জেলার সম্পর্ক সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিস্তার, সমাজসংস্কার, সাহিত্যচর্চা এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড বর্ধমান অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিম্নে এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল ও তার বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

প্রথমত, বর্ধমান জেলায় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তারে বিদ্যাসাগরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে তিনি এই অঞ্চলে একাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং শিক্ষার প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর উদ্যোগে আমাদপুর, জৌগ্রাম, খণ্ডঘোষ, দাঁইহাট প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যা গ্রামীণ অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে সহায়তা করে। এর ফলে বর্ধমান অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং শিক্ষার প্রসারে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

দ্বিতীয়ত, নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ বর্ধমান অঞ্চলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তিনি রানাপাড়া সহ বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমাজে নারীশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। তৎকালীন সমাজে নারীদের শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ছিল; এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও আর্থিক সংকটের কারণে কিছু বিদ্যালয় পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে যায়, তবুও তাঁর প্রচেষ্টা নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক সূচনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

তৃতীয়ত, বর্ধমান শহরে অবস্থানকালে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যচর্চা বাংলা ভাষা ও শিক্ষার ইতিহাসে একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এখানে বসেই তিনি 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থ রচনা করেন, যা বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই গ্রন্থে বর্ধমান অঞ্চলের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা বিদ্যাসাগরের জীবনানুভূতি ও স্থানীয় অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটায়। ফলে বর্ণপরিচয় কেবল একটি পাঠ্যপুস্তক নয়, বরং বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির একটি প্রতিফলন হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

চতুর্থত, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বর্ধমান অঞ্চলেও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ রোধ আন্দোলনে তাঁর উদ্যোগ সমাজে একটি প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ ঘটায়। বর্ধমান অঞ্চলে তাঁর তত্ত্বাবধানে বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ঘটনা তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এই আন্দোলনে বর্ধমানের মহারাজ মহতাবচাঁদের সমর্থন বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও শক্তিশালী করে।

পঞ্চমত, দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া মহামারির সময় বিদ্যাসাগরের মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড তাঁর ব্যক্তিত্বের মানবিক দিকটিকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল করে তোলে। তিনি বর্ধমান শহরে একটি ডিস্পেনসারি স্থাপন করে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং নিজে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে অসুস্থ মানুষের সেবা করেন। জাতি, ধর্ম বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও সহায়তা তাঁর মানবতাবাদী আদর্শের পরিচয় বহন করে।

সর্বোপরি এই গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান জেলার সম্পর্ক কেবল প্রশাসনিক বা পেশাগত সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষা বিস্তার, সাহিত্যচর্চা, সমাজসংস্কার এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই সম্পর্ক একটি গভীর মানবিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য লাভ করে। বর্ধমান অঞ্চলের সামাজিক ও শিক্ষাগত ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের অবদান একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

উপসংহার: ঊনবিংশ শতকের বাংলা সমাজে যে নবজাগরণ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান পুরোধা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শিক্ষা, সমাজসংস্কার, ভাষা ও সাহিত্য এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি বাঙালি সমাজে এক গভীর পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন। বর্তমান গবেষণায় বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান জেলার মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে তাঁর বহুমাত্রিক কর্মধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার আলোচনার ভিত্তিতে দেখা যায় যে বর্ধমান জেলায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন এবং গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসারে তাঁর উদ্যোগ এই অঞ্চলের শিক্ষাগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে বর্ধমান অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার একটি সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীকালে শিক্ষার প্রসারকে আরও গতিশীল করে তোলে।

নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেন। এই উদ্যোগ তৎকালীন সমাজে একটি প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশ ঘটায় এবং নারীশিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

একই সঙ্গে বর্ধমান শহরে অবস্থানকালে তাঁর সাহিত্যচর্চা বাংলা ভাষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বর্ণপরিচয় গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষাকে সহজ, যুক্তিনির্ভর ও সুসংগঠিত রূপ প্রদান করেন। এই গ্রন্থ দীর্ঘদিন ধরে বাংলা শিক্ষার ভিত্তিপাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ রোধ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি সমাজে মানবিকতা ও ন্যায়বোধের প্রতিষ্ঠা ঘটানোর চেষ্টা করেন। বর্ধমান অঞ্চলে তাঁর এই উদ্যোগ সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া মহামারির সময় দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সেবায় তাঁর মানবিক উদ্যোগ তাঁকে একজন প্রকৃত সমাজসেবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সর্বোপরি বলা যায়, বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান জেলার সম্পর্ক কেবল প্রশাসনিক বা ভৌগোলিক সম্পর্ক নয়; বরং এটি শিক্ষা, সমাজসংস্কার, সাহিত্য ও মানবিক মূল্যবোধের এক গভীর ঐতিহাসিক বন্ধন। এই গবেষণা বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বাংলা নবজাগরণের ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও বিস্তৃত গবেষণা বিদ্যাসাগরের কর্মধারার আঞ্চলিক প্রভাব সম্পর্কে নতুন তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র:

1. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ এবং দাস, সজনীকান্ত (সম্পাদক)। 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী'. ৩ খণ্ড। বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি, ১৩৪৪–১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।
2. ঘোষ, বিনয়। 'বাংলার নবজাগরণ'। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৫।
3. ঘোষ, শঙ্খ, এবং চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদক)। 'বিদ্যাসাগর'। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।
4. দত্ত, কালিপ্রসন্ন। 'ঊনবিংশ শতকের বাংলা সমাজজীবন'। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩।
5. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'বিদ্যাসাগর-চরিত'। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
6. মজুমদার, রমেশচন্দ্র। 'বিদ্যাসাগর: বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি'। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
7. মিত্র, ইন্দ্রমিত্র। 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর'। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৬।
8. মিত্র, রাধারমণ। 'কলিকাতায় বিদ্যাসাগর'। জিজ্ঞাসা, ১৯৪২।
9. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র। 'বর্ণপরিচয়'। সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি, ১৮৫৫।
10. সেন, সুকুমার। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২।
11. হালদার, গোপাল, (সম্পাদক)। 'বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার' ৩ খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ নিরুক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭৪–১৯৭৬।
12. উমর, বদরুদ্দীন। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ'। চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮২।